২১৫৪৪

দৈনিক বাংলা

001

12 JAN 1987
পৃষ্ঠা ...

প্রেসিডেন্ট এরশাদ রোববার সাভারে আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দেশের প্রথম পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

...রূপপুর প্রকল্প কার্যকর করা হবে : প্রেসিডেন্ট

দেশের প্রথম পরমাণু গবেষণা চুল্লী উদ্বোধন

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রোববার সকালে সাভারে দেশের প্রথম পারমাণবিক গবেষণা চুল্লীর উদ্বোধন করেন।

প্রেসিডেন্ট তার উদ্বোধনী ভাষণে আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পারমাণবিক চুল্লীটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

তিন মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন এই গবেষণা চুল্লীটি সংগৃহীত হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ১৯৮১ সালে এর স্থাপনের কাজ শুরু হয়। এর জন্য মোট ব্যয় হয় ১৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হচ্ছে ১২ কোটি টাকা। গতকাল ফলক উন্মোচন করে প্রেসিডেন্ট এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন এবং স্বাগত ভাষণ দেন বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর আনোয়ার হোসেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবও অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। এতে মন্ত্রি পরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, বিদেশী কূটনীতিক ও পদস্থ বেসামরিক-সামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ দেশের প্রথম পারমাণবিক গবেষণা চুল্লীর উদ্বোধনকে পারমাণবিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পর্বে উত্তরণ বলে বর্ণনা করেন এবং এর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে আনন্দিত ও গর্বিত মনে করেন। তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নয়া অধ্যায়ের সূচনা হল।

প্রেসিডেন্ট এই বিরাট সাফল্যের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিজ্ঞানীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এতে আরেকবার প্রমাণিত হল আমাদের মেধার কোন ঘাটতি নেই। সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও দেশপ্রেম থাকলে কোন অসম্ভবই আর অসম্ভব থাকে না। বাংলাদেশে আমরা তেলের সন্ধান পেয়েছি। এক সাফল্য থেকে আরেক সাফল্যে আমাদের এই অগ্রযাত্রা। সারা জাতির মনে আজ অভূতপূর্ব আশা ও আস্থার ভাব এবং নতুন আশা-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতাকে দেশের দারিদ্র্যের একটা বড় কারণ বলে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আমাদের রয়েছে কর্মঠ মানুষ, অফুরন্ত পানি সম্পদ, উর্বর মাটি ও অফুরন্ত সম্পদ। এ সবের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে পারলে বাংলাদেশ অচিরেই বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী দেশ হিসাবে পরিগণিত হতে পারবে। এরজন্য সবার আগে প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তির।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঘোষণা করেন যে, যমুনা সেতুর মতই রূপপুর আণবিক শক্তি প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।